সংবাদ

তারিখ 6 MAY 2003
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৪

গভীর সঙ্কটে ঢা.বি. প্রশাসন

বিএনপিপন্থী শিক্ষক ও ছাত্রদলের সঙ্গে ভিসির দ্বন্দ্ব চরমে

শিক্ষামন্ত্রীর অনুষ্ঠান বর্জন করল ছাত্রদল

বশীর আহমাদ ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসএম হলে শিক্ষামন্ত্রীর অনুষ্ঠান বর্জন ও প্রক্টরকে অব্যাহতি দেয়ার মধ্য দিয়ে গভীর সংকটে পড়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। কার্যত ভিসির বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছেন বিএনপিপন্থী সাদা দলের শিক্ষকরা। আর ছাত্রদলও জামাতি শিক্ষকদের বেশি সুবিধা দেয়ায় উপাচার্যের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। এর বহিঃপ্রকাশ তারা ঘটিয়েছে গত রোববার এসএম হলে। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে দু' ঘণ্টা বসে থেকে শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক চলে যান। কারণ অনুষ্ঠানে ছাত্রদলের নেতা-কর্মীসহ কোন ছাত্র যায়নি। অডিটোরিয়াম ছিল ফাঁকা। অপরদিকে প্রক্টর ড. আতিকুল ইসলামকে অব্যাহতি দেয়ায় তোপের মুখে পড়েছেন উপাচার্য। ড. আতিক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য প্রফেসর এমাজউদ্দিনের জামাই।

প্রশাসনের বিভিন্ন পদে নিয়োগ, শিক্ষকদের পদোন্নতিসহ বিভিন্ন ইস্যুতে সাদা দলের শিক্ষকদের মধ্যে অসন্তোষ দীর্ঘদিন ধরেই রয়েছে। ওই অসন্তোষ সাম্প্রতিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের মধ্যে দানা বাঁধতে থাকে।

গত শনিবার ক্যাম্পাসে এক বেনামি, বিতর্কিত লিফলেট ছড়ানো হয়। লিফলেটে উপাচার্যসহ বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, প্রশাসনকে জামাতিকরণ করাসহ নানা অনিয়মের এক ফিরিস্তি তুলে ধরা হয়। এর একদিন পরেই গত রোববার বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন প্রক্টর ড. আতিকুল ইসলামকে অপসারণ করে। লোক প্রশাসন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক আকা ফিরোজ আহমদকে তাৎক্ষণিকভাবে নতুন প্রক্টর হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। সাদা দলের একাধিক শিক্ষক বলেছেন, সাবেক প্রক্টর ড. আতিকুল ইসলামের সাথে উপাচার্যের সম্পর্কের মধ্যে টানাপোড়েন চলে আসছে। গত এক বছরেরও বেশি সময় ধরে ড. আতিকুল ইসলামের পদোন্নতি আটকে আছে। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে উপাচার্যের কাছের লোকজন প্রক্টরের ওপর অযাচিত খবরদারি করেছে। এসব নিয়ে উপাচার্য ও প্রক্টরের মধ্যে সম্পর্ক ভাল যাচ্ছিল না। এই পরিস্থিতিতে বিতর্কিত লিফলেট ছড়ানোর পেছনে সাবেক প্রক্টরের জড়িত থাকার সন্দেহে তাকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। এ সম্পর্কে ড. আতিকুল ইসলামের কাছে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, আমাকে কেন সরানো হয়েছে তার কোন কারণ আমি

বর্জন ঃ পৃঃ ২ কঃ ৮

বর্জন ঃ অনুষ্ঠান

(১২ পৃষ্ঠার পর)

উপাচার্যের কাছে জানতে চাইনি।

উপাচার্য আমাকে বলেছেন, লিফলেটের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। উপাচার্যের সঙ্গে কোন দ্বন্দ্ব আছে কিনা- এ প্রশ্নের জবাবে সাবেক প্রক্টর বলেন, আমি একজন প্রক্টর, আমি তো আর উপাচার্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে পারি না।

প্রশাসনে এই রদবদল সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে উপাচার্য ড. এসএমএ ফায়েজ 'সংবাদ'কে বলেন, প্রশাসনের বৃহত্তর স্বার্থে এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। বিতর্কিত ওই লিফলেটের সঙ্গে এই রদবদলের কোন সম্পর্ক আছে কিনা- এ প্রশ্নের কোন সরাসরি উত্তর না দিয়ে উপাচার্য বলেন, লিফলেটের সঙ্গে প্রক্টরের অব্যাহতির কোন সম্পর্ক আছে, একথা বলার কোন অবকাশ আছে বলে আমি মনে করি না।

এদিকে, উপাচার্য ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের বিরুদ্ধে প্রচারিত লিফলেটকে ঘিরে সাদা দলের শিক্ষকদের মধ্যে দু' ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। সাদা দলের অনেক শীর্ষ নেতা লিফলেটটিকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিয়েছেন।

কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক রাশিদুল হাসান বলছিলেন, বেনামে এই ধরনের মিথ্যা ও ভিত্তিহীন অভিযোগ যে কেউ আনতে পারে। এর কোন বিশ্বাসযোগ্যতা নেই। লিফলেটটি সম্পূর্ণ মিথ্যা। আবার সাদা দলের কোন কোন শিক্ষক লিফলেটটিকে অনেকাংশে সত্য বলে মন্তব্য করেছেন। স্বীকার করেছেন অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের কথা। নাম প্রকাশ না করে সাদা দলের একজন শীর্ষ শিক্ষক নেতা জানান, বর্তমান প্রশাসনের সঙ্গে ছাত্রদলের সম্পর্ক খারাপ। প্রশাসনের বিভিন্ন পদে জামাতপন্থীদের নিয়োগের অভিযোগ কিছুটা হলেও সত্য। তিনি বলেন, এবার রেজিস্ট্রার্ড গ্রাজুয়েট প্রতিনিধি নির্বাচনে সাদা দলের পক্ষ থেকে যে প্যানেল দেয়া হয়েছে তার শতকরা ৮০ ভাগই জামাতপন্থী। ওই প্যানেলে জামাতের ঢাকা মহানগরীর নায়েবে আমির পর্যন্ত রয়েছেন। তবে এসব অভিযোগ উপাচার্য অস্বীকার করে বলেছেন, আমি সারাজীবন সত্য লালন করেছি। দুর্নীতিকে কখনও সমর্থন করি না। আমি আসার পর মাত্র একটি হলে প্রভোস্ট নিয়োগ দিয়েছি। সুতরাং জামাতপন্থীদের নিয়োগ দেয়ার অভিযোগ ভিত্তিহীন।

এদিকে, গত রোববার রাতে শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক এস এম হলের এক অনুষ্ঠানে এসে এক বিব্রতকর পরিস্থিতির শিকার হয়েছেন। হলের পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে তিনি প্রধান অতিথি হিসেবে গিয়েছিলেন। ওই অনুষ্ঠানে ছাত্রদলের নেতা-কর্মীসহ সাধারণ ছাত্ররা উপস্থিত হয়নি। একটি সূত্র জানায়, প্রশাসনের সঙ্গে ছাত্রদলের দ্বন্দ্বের কারণে ওই ঘটনা ঘটেছে। অনুষ্ঠান করার জন্য ছাত্রদল হল প্রশাসনের কাছে দু' লাখ টাকা দাবি করে। প্রশাসন ওই টাকা না দেয়ায় ছাত্রদল নেতৃবৃন্দ ওই অনুষ্ঠান ভেঙে দিয়েছে।

মন্ত্রী সন্ধ্যা ৭টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত বসে থেকে ফিরে যান। যাওয়ার সময় প্রশাসনের উদ্দেশে শিক্ষামন্ত্রী বলে গিয়েছেন, আপনারা ঘর সামলান।

তবে টাকা দাবি করার কথা অস্বীকার করেছে ছাত্রদল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক হাসান মামুন বলেন, টাকা দাবি করার প্রশ্নই আসে না। পুরস্কারের মান খারাপ হওয়ায় ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা অনুষ্ঠানে যায়নি। আমি খবর পেয়েই ছুটে গিয়েছি সেখানে।

ছাত্রদলের সঙ্গে প্রশাসনের বৈরী সম্পর্ক এবং এস এম হলের ঘটনা সম্পর্কে উপাচার্য বলেন, কোন সংগঠনের সঙ্গে প্রশাসনের খুব বেশি মাখামাখি বা গ্যাপ কোনটাই থাকা উচিত নয়। ছাত্রদলের সঙ্গে আমার কোন সমস্যা নেই। এসএম হলের প্রশাসনের সঙ্গে সমস্যা হয়েছে। আমি ছাত্রদল নেতাদের সঙ্গে এটা নিয়ে বসব। সমাধানও হবে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের এই সংকটময় মুহূর্তে গতকাল দুপুরে উপাচার্য প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিদের নিয়ে এক বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠকে যোগদানকারী একজন সহকারী প্রক্টর বলেন, উপাচার্য আমাদের কারও মনে কিছু থাকলে তা ভুলে গিয়ে প্রশাসনের স্বার্থে একত্রে কাজ করার জন্য অনুরোধ করেছেন।